অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ } ২১ মাঘ বৃহস্পতিবা র৭৭ ৭ ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭ খৃঃঅব্দ } ৫১ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২১ মাঘ বৃহস্পতিবার

আমরা অনেক বার রয়েল কমিশনর সম্বন্ধে লিখিয়াছি অতএব এবিষয়টী কি তাহা সকলে জানেন। আজ কয়েক মাস অবধি এ বিষয় লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক যাইতেছে। গত নবেম্বরে এবিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তদ সম্বন্ধে ইংরাজ ও বাঙ্গালির একটী সভা হয়, কিন্তু ইহাদের মতের অনৈক্যতা বিধায় কিছু স্থির হয় না। আমরা এবিষয়ে কলিকাতাস্থ অনেক প্রধান লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করি এবং তাহাতে আমরা হতাশ হই, কিন্তু সম্প্রতি শুনিলাম এবিষয় ইংরাজ বাঙ্গালিতে ঐক্য হইয়া এক রূপ সাব্যস্ত হইয়াছে। হইয়া এ সম্বন্ধে বিলাতে যে দরখাস্ত করা স্থির করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি মফস্বলে সহস্র স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। দরখাস্ত এক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা এক্ষণ কিছু বলিতে পারিতেছিনা, তবে এবিষয় যে কত গুরুতর তাহা সহস্র মুখে ব্যক্ত করা যায় না, এ দেশে শাসন প্রণালীর বিস্তর দোষ আছে এবং সেই দোষের নিমিত্ত আমরা অনেক নিষ্পীড়ন সহ্য করি। রয়েল কমিসনদ্বারা ইহার প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা। যদি ঈশ্বর অনুগ্রহে আমাদের ইচ্ছা মত কাজ হয়, তবে ইহাতে পীড়াদায়ক ট্যাকস সকল উঠিয়া যাইবে, এদেশীয় গণের উপর উচ্চতর রাজ কার্য্যে প্রবেশ করিবার পথ পরিষ্কার হইবে, আইন কাননের সংশোধন হইবে, এমন কি এদেশে ইংলণ্ডের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্ট না হউক, ঐ রূপ কিছু হইলেও হইতে পারে। ফল ইহার সম্পুর্ণ ভরসা রয়েল কমিশন গণের হাতে। তবে আমাদের হাতে ও কিয়ৎ পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে। যদি ভারতবর্ষীয় বিষ কোটী লোক এক ঐক্য হইয়া রায়েল কমিসনের নিমিত্ত প্রার্থনা এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতি হৃদয়ের সঙ্গে দৃষ্টি রাখেন, তবে নিশ্চয় আমাদের সুখের সোপান সংস্থাপিত হইবে। আমরা ভরসা করি, দেশ হিতৈষী মাত্রে এ বিষয়ে উদ্যোগী ও যত্নশীল হইবেন।

আমাদিগকে গোড়ই সেতু সম্বন্ধে এক জন এইরূপ লিখিয়াছেন। "আমি বাল্য কালে একবার রাণীগঞ্জে ভ্রমণ করিতে গিয়া একটী পাহাড় দৃষ্টি করিয়া আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের মহত্ব মনে উদয় হয়। আমি ঈশ্বরের মহিম, শক্তি ও গুণপানা চিন্তাতে নিমগ্ন হই। এবার গোড়ই সেতু দর্শনে ইংরাজ গণ সম্বন্ধে আমার মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হয়। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রে পারদর্শি হইলে আপনাকে তাহার কতক আকার পরিমাণ জানাইতাম, তবে যখন রেলের গাড়ী গোড়ই সেতুর উপর দিয়া যাইতে লাগিল তখন নদির দিকে দৃষ্টি করিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইল, আমি তখন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমার ইংরাজ দিগকে করিয়া তখন ভক্তি সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আমি তখন ইংরাজ দিগের সমুদয় দোষ বিস্মৃত হইলাম, আমার তাহাদের উপর ভালবাসার স্রোত সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কলিকাতায় স্বায়ং কালে গড়ের মাঠে মাঝে মাঝে গাড়িতে ভ্রমণ করিতে গিয়া নগরের অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্টি করত আমার মনে অনেক সময় রাজ পুরুষ গণকে করিয়া অনিবার্য্য ভক্তির উদয় করিয়া থাকে। তখন মিউনিসিপাল ট্যাকেসর, ইনকম ট্যাকসের এবং অন্যান্য পীড়াদায়ক রাজ কার্য্যের কঠোরতা সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গোড়ই সেতু ভারি অপুর্ব্ব কার্য্য, অমানুষিক ব্যাপার, !

এদেশের লোকেরা কৃষিজীবী। এ এ.দশে বারো মাস মাতর্ম্মেদনী অজচ্ছল অন্ন প্রদান করেন। অন্যান্য উপদ্রবের মধ্যে গোরুর অত্যাচারে কৃষি কার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট করে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ প্রভৃতি কয়েক মাসে খেতে বিস্তর শস্য থাকে। এদেশে গোম বিস্তর উৎপন্ন হয়, গোমের আবাদ হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশের কৃষি প্রজারা যে বিষম অন্নকষ্ট সহ্য করে, তাহা অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, কৃষকেরা বৎসরের প্রারম্ভে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা রাজস্বের কিয়দংশ ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলান করে, হৈমন্তিক উৎপন্ন দ্বারা রাজস্বের পরিশোধ ও মহাজনের দুয়ার পরিস্কার করে এবং ফাল্গুন চৈত্রে যে সমুদয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তদ্দারা আগামী বৎসরের ভরণ পোষণের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু এদেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে লোকে গোরু ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করে। এ কালটীকে লোকে উদমো কাল বলে, বোধ হয় উদ্যমের অপভ্রংশে উদমো হইয়াছে। গোরু এক্ষণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করাতে অনেক গুলি উপকার আছে, কিন্তু যে উপকারই থাকুক, শস্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট করে। গবাদির অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্থানে ২ খোয়াড় সংস্থাপন করিয়া থাকেন। খোয়াড় গুলিতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ক্ষতি হয় না, বরং লাভ থাকে, কিন্তু তথাচ স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়রা এবিষয়ে যত দুর সম্ভব অমনোযোগ করেন। দেশের মধ্যে আট দশ ক্রোশ অন্তর খোয়াড় এক্ষণ আছে। অনেক স্থলে এগুলি এত নিকটবর্ত্তীও না, সুতরাং দুরস্থিত লোক দিগের উহাতে কোন উপকার হয় না, আবার খোয়াড় কর্ম্মচারির দিগের বেতন ছয় টাকা, এগুলি পোলিসের নিম্ন শ্রেণীস্থ পোলিস কর্ম্মচারির অনুগত লোক, সুতরাং ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকারই কথা। ইহাদের হাতে একটী ভার দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা প্রত্যহ কাঁচা পয়সা হাতে পায় এবং অপহরনের যেমত লোভ বলবৎ থাকে, সুযোগ তেমনী সমস্ত, সুতরাং অনেক স্থলে খোয়াড় রক্ষকদিগের দোষে খোয়াড়ে ব্যয় অপেক্ষা আয় ন্যুন হয়। সমুদয় ক্ষতি একটু মনোযোগ দিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়রা নিবারণ করিতে পারেন। ফল যদি সমুদয় জেলার খোয়াড়ের সমগ্র আয়ের সঙ্গে সমুদয় ব্যয় বাদ দেওয়া যায়, তবে বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের এসম্বন্ধে ক্ষতি না হইয়া লভ্য থাকে। পোষ্টেল প্রভৃতি বিভাগে সমগ্র আয় ব্যয়ে হিসাব হয়, ফেরিফণ্ড প্রভৃতির পক্ষেও এই নিয়ম, তবে খোয়াড়ের পক্ষে এ নিয়ম কেন বর্ত্তে না। ইহা স্বত্বেও এই পরমোকারী বিষয়টী উঠাইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেটেরা কিছু মাত্র ত্রুটী করেন না। আমরা এ সম্বন্ধে নিম্নে এক খানি পত্র প্রকাশ করিলাম।

"গোরুর অত্যাচারে আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। এখানে জন কয়েক ভদ্র লোকের উদ্যোগে একটী খোয়াড় হয়। আমরা বাসন্তি খন্দ প্রচুর পাইতাম। কিছু দিন পরে শুনিলাম খোয়াড়টী উঠিয়াগেল, এবং খোয়াড়ে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়াতে। আমরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট অনেক দরবার করিয়া আবার খোয়াড়টী বসাইলাম। খোয়াড়ের আয় মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত হয়। আমাদের দরবার করিতে ২ আয়ের কয়েকটী মাস যায় এবং যখন লোকে

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

আপনি আপনি গোরু বান্ধিয়া থাকে, সেই সময় খেয়োড় বসানের হুকুম হয়। কিছু দিনে মাজিষ্ট্রেট দেখিলেন যে আবার ক্ষতি হইতেছে, আবার উঠিয়া গেল। আমরা আবার খোয়াড়ের নিমিত্ত দরবার করিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা সকল প্রজা গবর্ণমেণ্টে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইলাম যে, খোয়াড়ে যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমরা দিব। সুদ্ধ দিব না আমানত করিতে প্রস্তুত হই। তবে বলি যে, খোয়াড় রক্ষক যে নিযুক্ত হইবে সে আমাদের কর্ত্তৃক মনোনীত হয়, আমরা এ আপত্তিটীও ছাড়ীয়া দেই। খোয়াড়ে যে ব্যয় পড়িবে আমরা তাহা সমুদয় দিতে চাহি কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তথাচ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতেও আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না,

পত্র লেখক যে প্রণালীর কথা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রস্তাব করেন, এটী মন্দ নয়। এদেশে যেখানে যেখানে খোয়াড় নাই, সেখানে কৃষকেরা নিজের ব্যয়ে গো রক্ষক রাখিয়া থাকে, ইহাতে ব্যয় হয় অথচ গোরুর শাসন হয় না। ইহারা যদি ব্যয়ের ভার লয়, তবে ক্ষতি কি?

এবার ইউনিবরসিটী লা পরীক্ষায় ৮৩ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন এবং ১৯ জন বি এল ও ৩০ জন এল এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভিন্ন, এবারকার আর সমুদয় পরীক্ষার ফল ভারি অসন্তোষ জনক হইয়াছে। এটী পরীক্ষার দোষ, না ছাত্র দিগের দোষ?

কাছাড়ে লুসাই নামক পার্ব্বতীয় অসভ্যেরা আবার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, তাহাদের এক জন রাজার একটি কন্যার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রীয়া উপলক্ষে নব কপোলের প্রয়োজন এবং এই নিমিত্ত তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ইহারা এক দল চট্টোগ্রামে উপস্থিত হইয়া গলঙ্গি নামক একটি গ্রাম ভস্মীভুত করিয়াছে এবং আর এক দল কাছাড়ে উপস্থিত হইয়া বিস্তর অনিষ্ট করিতেছে, কতক গুলি আবার মণিপুর ও ত্রিপুরাতে উপস্থিত হইয়া অত্যাচার করিয়াছে। ঢাকার কমিশনার এ সম্বন্ধে কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়াছেন। তিনি ইহাদের বিরুদ্ধে পোলিস সৈন্য দিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। কাছাড়ের কমিশনারও ইহা দিগকে শাসন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে সত্বর সৈন্য প্রেরিত হইবে।

আমাদের দেশে লোকে একটি কথা বলিয়া থাকে, "সব ভাঙ্গা জোড়া লাগে কেবল ভাঙ্গা প্রেম জোড়া লাগে না।" দেবেন্দ্র বাবুর দলস্থ আর উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মতের মিল থাকুক না থাকুক, মনের মিল অনেক দিন গিয়াছে এমন অবস্থায় কেশব বাবু কি দেবেন্দ্র বাবু যে আবার সৌহৃদ্যতা স্থাপন পূর্ব্বক এক ঐক্য হইবার যত্নে প্রবর্ত্ত হইয়া মন্দ আরো কদর্য্যতর করিবেন তাহা আমরা পূর্ব্ব স্থির করিয়া ছিলাম। মাঘোৎসব উপলক্ষে ইহাদের উভয় দলস্থ পরস্পর সম্প্রীতি সংস্থাপন পূর্ব্বক এক ঐক্য হইয়া উপাসনা ও উৎসব করিবেন স্থির হয়। দেবেন্দ্র বাবু প্রথম ব্রাহ্ম মন্দিরে আসিয়া তাহার অবলম্বিত প্রথা অনুসারে উপাসনা করিবেন, তাহার পর দিন আবার কেশব বাবু ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইয়া তাহার মতানুসারে আবার উপাসনা করিবেন এবং এইটি উহাদের দলাদলি ভাঙ্গিবার সোপান স্বরূপ করিয়া ক্রমে পরস্পর এক দলস্থ হইবেন আশা করেন, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম মন্দিরে আসিয়া তাহার বিশ্বাস ও মত পোষক একটি বক্তৃতা করেন। কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্ম মাত্র তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে ন্যাশনেল পেপার ও ইণ্ডিয়ান মিরার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, উভয় দলস্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ সেই রূপ। যদি সরল রেখার উভয় প্রান্ত মিসিবার সম্ভবনা থাকে তবেই ইহাদের মত ঐক্য হইতে পারে। আমরা উভয় দলপতির সদ্বিচ্ছাকে ধন্যবাদ দেই; যদিও রাজনৈতিক দলা দলির ন্যায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত দলা দলি ও মঙ্গল দায়ক কিনা সেবিষয় ভারি সন্দেহের স্থল।

পাঁচ টাকা মুল্যের নোট প্রচলন।

আজকাল ব্যবস্থাপক সভায় যে সমুদয় আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়, তদবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা বিফল। এক জনের হাতে কোন ভার না দিয়া দশ জনের হাতে উহা দিলে তাহার দোষ গুণ সকল প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত যে দেশ যত সুসভ্য হইতেছে, সেখানে গুরুতর রাজকার্য্য সমুদয় তত অধিক লোকের হাতে ন্যাস্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি, এই নিমিত্ত ইহাতে নানা দল হইতে প্রতিনিধি লইবার নিয়ম হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন কার্য্য দেশে প্রচার করিবার মনন করেন, তাহার পূর্ব্বে তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া সকলের মনের ভাব প্রকাশ হয়, তন্নিমিত্ত উহা সমুদয় গবর্ণমেণ্টে গেজেটে বিজ্ঞাপ্ত হয়। কিন্তু এদেশে পূর্ব্বে যাহাই ছিল, আজ কয়েক বৎসর অবধি বিশেষতঃ ষ্টিফিন সাহেব ব্যবস্থাপক মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়া আসাবধি এটী কার্য্যত কিছুই হইতেছে না। মেইন সাহেব নেটীভ ম্যারেজ বিল বিধিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন, লডলরেন্স উহার পোষকতা করেন, দেশে নানা রূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি ইত্যাবধি এরূপ কোন একটী আইনের প্রয়োজন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ রূপে হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে দেশের অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেন এবং আইনটী স্থগিত হইল। উইল বিল সম্বন্ধেও দেশের সকলেই আপত্তি উত্থাপন করিলেন, দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার উহার বিপরীত এবং উহা প্রচলিত হইবার কোন প্রয়োজনই ছিলনা, কিন্তু তবু উহা বিধিবদ্ধ হইল। দুইটীই সামাজিক বিষয়, একটীর কতক অভাব দেশে হইয়াছে আর একটীর অভাব কেবল ষ্টিফিন সাহেবের মনে। একটীর আপত্তি দেশ সমেত লোকে করে, আর একটীর আপত্তি দেশের অধিকাংশ লোক মাত্র করে। একটী বিধিবদ্ধ হইল, আর একটী স্থগিত হইল। যাহারা এক্ষণ ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত রাজকার্য্য সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়া উহা সংশোধন করিতে চাহেন, তাহাদের আশা কত দূর সেইটী প্রতীয়মান করিবার নিমিত্ত আমরা উপরের উদাহরণটী প্রদর্শন করিলাম। ফল ইহা সত্বেও আমরা পাঁচ টাকার নোট দেশে প্রচলন সম্বন্ধে টেম্পল সাহেবের বক্তৃতা পাঠ করিয়া ভারি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। টেম্পল সাহেবের এই একটী বিশেষ গুণ যে তিনি মিষ্ট বাক্য দ্বারা লোককে মোহিত করিতে জানেন। ইনি দৃষ্টি অবনত করিয়া নোট প্রচলন সম্বন্ধে আমরা যে সমুদয় আপত্তি উত্থাপন করি তাহা দেখিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, তবে তাহার সৌজন্য তার সঙ্গে যদি একটু তর্ক শাস্ত্র জ্ঞান থাকিত, তবে আমরা প্রকৃত কৃতকৃতার্থ হইতাম। আমরা এ সম্বন্ধে এই কয়েকটী আপত্তি উত্থাপন করি। প্রথমতঃ লোকের নোট করিয়া অদ্যাপি তত আস্থা হয় নাই এবং সহজে উহা দেশে প্রচলিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ উহা ভাঙ্গানের ভারি কষ্ট এবং এই নিমিত্ত লোকের ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ যে শ্রেণীর লোকের পক্ষে উহা উপকারী হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবস্থাতে টাকা দ্বারা নোট গাঁথান অসম্ভব। প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে টেম্পল সাহেব যাহাই বলুন, এদেশে নোটের ব্যবহার এক্ষণ পর্য্যন্ত বাণিজ্য প্রধান নগরই আবদ্ধ আছে, মফস্বলে ইহা অদ্যাপি অনেক দেখে নাই এবং লোকে টাকার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাক্রমে নোট লইতে চাহে না। লোকের বিশ্বাস এই যে, কাগজের কোন মূল্য নাই, যত দিন এসম্বন্ধে রাজ আজ্ঞা বলবৎ থাকিবে,

তদিন ইহার বিনিময়ে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু কে জানে কত দিন রাজ আজ্ঞা এ সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। তদ্ভিন্ন নোট পুড়িয়া এবং অন্য কোন কারণে বিনষ্ট হইতে পারে। নোট সম্বন্ধে এত জুয়াচুরি হয় যে, লোকে সাত পাচ না ভাবিয়া প্রায় নোট গ্রহণ করে না। এটী সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও করিয়া থাকেন। ২০ টাকার অধিক মুল্যের নোট ভাঙ্গান কলিকাতায়ও নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। পরিচিত লোক না হইলে, প্রায় বিশেষ-জামিন না দিলে, অধিক মুল্যের নোট সেখানেও লোকে গ্রহণ করে না। এগুলি আমরা অনেক ঠেকিয়া শিখার পর লিখিতেছি। লড লরেন্স নোট সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম প্রচলিত করিয়া উহার আর একটী প্রতিবন্ধকতা সম্মান। দ্বিতীয় আপত্তটী টেম্পেল সাহেব গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তিনি ইহার প্রতিকারের গুটী কয়েক বন্দেজ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক ট্রেজারীতে একালক্ষ করিয়া টাকা রাখিয়া দিবেন এবং যাহার ইচ্ছা সেই সেখানে নোটের পরিবর্ত্তে টাকা পাইবে, কিন্তু এক এক জেলায় এক একটি ট্রেজারী আছে, যদি প্রত্যেক মহকুমায় এই নিমিত্ত কিছু টাকা রক্ষিত হয় তথাচ প্রত্যেক জেলায় নয় ৫। ৬ স্থলে এই নিমিত্ত টাকা রক্ষিত হইবে। এবং টেম্পল সাহেব যদি প্রত্যেক জেলার ম্যাপ খুলিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে তাহাতে কতটুকু সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। নোট ভাঙ্গাইতে এক কি দুই দিনের পথ যাওয়া সুদ্ধ কষ্ট সাধ্য নয়, অর্থ সাধ্যও বটে। কৃষি ব্যবসায়ী লোকের যদি কথায় কথায় এইরূপ দুই তিন দিন বাটি ছাড়িয়া কাজ নষ্ট করিয়া নোট ভাঙ্গাইতে যাইতে হয়, তবে দেশে যে কত অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন ট্রেজরিতে যে মাত্র যাইবে সেই টাকা পাইবে এবং কর্ম্মচারিরা যে এই উপলক্ষে কিছু অত্যাচার করিবেনা, তাহার বিশ্বাস কি? ট্রেজরি হইতে টাকা বাহির করা যে কত কঠিন কাজ তাহা টেম্পল সাহেব বোধ হয় জানেন না, নতুবা এরূপ সুবিধার নিয়মের প্রস্তাব করিতেন না। তৃতীয় আপত্তিটী তাহার নিকট বোধ হয় তত গুরুতর জ্ঞান হয় নাই কিন্তু নোট প্রচলন হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ এবিষয়টীর উপর নির্ভর করে। এদেশের নিম্ন শ্রেণী লোকে মাসে ৫ টাকাও উপার্জ্জন করে না এবং এপাঁচ টাকা ক্রমে ক্রমে ব্যয় হইয়া যায়, এককালে এত টাকা প্রায় তাহাদের হাতে সঞ্চিত হয় না, তবে জমিদারের খাজনা কি মহাজনের দেনা পরিশোধ করিতে নোট দিলে হইতে পারে, কিন্তু গোমস্তা কি মহাজন যে এই উপলক্ষে তাহাদের উপর নিষ্পীড়ন করিবেনা, তাহা কে জানে! মফস্বলে খাজনা কি কর্জ্জের টাকা আদায় করিতে গেলে এক্ষণও পয়সার ছিবি পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অদ্যাপি টাকা ব্যবহারের স্বচ্ছলতা হয় নাই। এমনাবস্থায় নোট যে প্রচলিত হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করিনা।

The peption for a Royal Commission of Enquiry is at last ready and in circulation for signature. There are three petitions to be made, one to the queen, one to the House of Lords, and another to the House of Commons. We hope that it will be numerously signed. Let the petitions be sent to the head masters of all middle and higher class English schools for it will not do to send few copies to sudder stations.

The large number of B. Ls that are annually sent forth in the wide—wide world is really apalling. To wish all of them success is to wish ruin to the country, and to wish them ill is to do them great injustice, for they have spent vast sums of money and undergone great deal of hardships to learn a honourable profession.

Indian Finance.——Of all people, the Indians offer the least resistance when taxed. They have very little objection to be taxed, only they object the mode of taxation. It has been our lot to see people suggesting to Government how they can be taxed more and more, how a marriage tax, a tobacco tax, a succession tax may be tried with advantage. One, for instance, suggests the introduction of a tobacco tax in lieu of the Income tax, another proposes an additional salt tax, and it must be gratifying to the Government to observe that whenever the people propose the abolition of a tax, they offer at the same time a substitute for it. This should not be. Since the people do not tax themselves and they have no control over the finances of the empire, their cry should be for reduction and not for increase of taxation. A constant and firm demand for reduction is in our humble opinion the only wise policy which a people withouta Parliament ought to adopt. It is true that a demand to be heard must be reasonable, that when Government is not disposed to hear reasonable demands, it is foolishness to prefer unreasonable ones. It is true too that Government has its requirements which the people ought to supply, but the Government never stoops to ask our opinion to tax us, it can take and doestake our money at itspleasure and it can easily dispense with the help that we offer it by suggesting this or that mode of taxation. And since Government makes no distinction between reasonable and unreasonable demands, the foolishness consists, if it does, in the demand, not in its being reasonable or unreasonable. But in our financial affairs, we are less often to blame for neglecting to urge for a reduction than in proposing all wrong sorts of taxation. The cardinal principle of a sound system of taxation is that the greatest amount of money might be brought into the public treasury with the least degree of oppression to the subject. Oppression may proceed from two causes, first, if the incidence of the tax is disproportionate to the means parties, nsecodly, if the machinery for collection is such as to leave it open to them to commit acts of oppression intentionally or unwittingly. Testing by these considerations, we find that the Income-tax under certain conditions, is extremely fair and equitable as a tax. What makes the Income tax so obnoxions and hateful to the natives, is, that it is very difficult to make out real annual income as regardsthat large body of native subjects, who earn by other manesthan service; such as shop-keepers, petty land holders &c. Men in these predicaments having annual incomes not exceeding 2000 Rs generally keep very loose sorts of accounts and are at the same time not so very scrupulous by what means they might keep to themselves their hard-earned pices! The Assessor is very sharp in respect of these people. The result is that the amount of money levied in this way is nothing in comparison with the anguish, heart-burning distress and shuffling which it entails. But men whose incomes are more than 2000 Rs a year generally keep clear accounts, at least their pretty extensive affairs makes such accounts necessary and at the same time they are as a general rule, not so very indifferent to honesty. At least their social position is in some measure a check to it. Again in this country wealth does not lie so scattered

as in many others so that an Income-tax upon large incomes is likely to fetch no trifling amount. Though we shall be extremely sorry to see the Europeans taxed against their inclination, we have not the least objection to shift a portion of our burden upon their shoulders, as we have no right to murmur if they do the same to us. An assessment upon incomes is a tax upon Europeans and Mr Temple had a motive to increase the rate. He saw that the Europeans enjoying all the advantages of the State contributed nothing to it, that the Natives had been pumped enough and he found that the pockets of the former could be only touched by an Income tax. Poor Mr Temple ! he calculated upon the support of the Natives and was no doubt annoyed to find that the Natives notwithstanding their cunning can be as easily led away by the nose as any other animal. The English Press raised an indignant cry, and the Natives cried by the law of sympathy. The result has been that Mr Stephen seems to be more unpopular with the Natives than even with Europeans. To speak a word in favor of the Income-tax is to bring upon you the displeasure of the whole community of Natives. A silly writer as we alluded to above proposed a tobacco-tax in lieu of the Income tax but the present fashion is to propose an additional duty upon salt ! It is said that a small increase will not press heavily upon the poor, and that it may develop indigenous manufactures. As salt is a Government monopoly and the duty upon salt shall be exactly levied whether manufactured here or at Cheshire, we do not know how an increase of duty will have the effect of putting a stop to the exportation of salt. Then again if an increase does not press heavily upon the people, the Income tax does not touch them at all. The people already pay an enormous duty upon such a necessiry as salt, and for this fact alone we would never recommend an increase. A salt tax is a poll-tax, an Income-tax is a levy upon the rich. We must raise our feeble voice to protest against this infatuation of our countrymen. The Europeans are all powerful in this country, and the non-officials have a great deal of influence. To tax them is to rouse them, and to rouse them is to create a strong obstacle to the extravagance of the Government. What a difference between a non-official before the Temple tax and a European of to-day ! Like sufferings create a strong fellow-feeling and let some of our countrymen be sacrificed to the Income tax to preserve this fellow-feeling between the Natives and Europeans.

POLITICAL ECONOMY IN INDIA.—The Indian nations have little idea of economy. To save is not so welcome to them as to spend. They hate the spirit of saving and brand it as the shop-keeper's art. To say that unproductive consumption is not a good of the highest order is certain to disgust the nice sensilblities of a Hindu. Nothing is so meritorious, says the Hindu sastru, as to give food to others. The idea is not a mere theory. The social institutions of the Hindu from his birth to death are for feeding large multitudes of people and the larger they, the better.

Only the other day ran fast a long line of carriages over the largest and most headstrong branch of the Pudma, Gorie. Could the folk of Bengal believe that, if they had seen it or the like of it ? What an astonishing work it is which carries a broad road over such a mighty stream ! Moses by a miracle parted the river but no boat could pass when he crossed. Indeed the Gorie bridge is a stupendous monument of the mechanical art. The circum ference and height of the huge iron pillars would indeed deserve an Herculean age but they are not the monument of engineering art only. They signally demonstrate the economical genius of England. Comparison is often instituted between the natives and Europeans. Let a native stand upon the Gorie bridge and cast his look upon one of the pillars and let him say, if he does not thaw and melt away at the massive sight and the yet more massive national power which gave birth to it. The men who have done it, are individually not each much bigger and very much stronger than any of us. Why then is the disparity? At the threshold of the enquiry, we find our want of capital and combination that is, to say our not having enough of the desire to save and the mutual confidence to work together.

But to what do we owe this defect ! The reason is because we were so rich and England was so poor. The productive resources of England were so limited by nature as to press hard on the bare necessaries of life. Even now they are forced to be so anxious and uneasy about the necssaries of life that the population-doctrine of Malthus stands uppermost in their heart. The idea of ever-increasing population is extremely alarming to them. But being alarming it has done them great good. The pushing attitude of population, says Malthus, has led England to make the progress she has made in the inventions of art and development of resources of the country. Far otherwise was the case with us. Far from being scared by the prospect of increasing population, progeny is a thing next to our heart. It is not only the highest enjoyment of this world; but it is a recommendation with the gods to alleviate our sins.

But this idea because of the fair fields of boundless extent teeming with grain, the large rivers filled with fish, and the wide sky covered with birds, suffered not the most distant thought of starvation by reason of our population to approach our mind. We suffered much by occasional and accidental causes. There was no permanent influence at work to make us constantly stir about our livelihood, to make us vigilent designing and parsimonious. Thus our good fortune formed our ruin But our eyes are opened now. To see a foible is to mend it. Times are changed and we ought to be changed also. We cannot any longer afford to be a nation of spendthrift. We must now learn to save and economize.

গ্রে সাহেব।

আর কয়েক দিন পরে শ্রীযুক্ত গ্রে বাহাদুর বাঙ্গলার রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন। গ্রে সাহেব বাঙ্গলার গবরণর যখন হন, তখন এদেশীয় লোক হর্ষ কি দুঃখ কিছু প্রকাশ করেন না। তিনি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া তাহার বাঙ্গলার শাসন ভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে সমুদয় কার্য্যে ব্যাপৃত হন, তাহাতে তাহার নাম কি ক্ষমতা তত প্রকাশিত হয় না। তিনি অনেক কাল নানা বিভাগে সেক্রেটারিয়েট কাজে নিযুক্ত থাকেন, পোষ্টাল বিভাগে কেবল তিনি কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু সেখানে তিনি তত কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করেন না। ব্যবস্থাপক সভাতে তিনি প্রকৃত ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং সেখান হইতে তাহার নাম কতক প্রকাশিত হয়, কিন্তু তথাচ তিনি যখন বাঙ্গলার ভার পাইলেন, লোকে তাঁহার বড় কিছু প্রত্যাশা করে নাই। যে সময় তিনি সেক্রেটে-

নণ্ট গবরণরের পদে নিযুক্ত হন, তখন লোকে এক্ষণকার ন্যায় রাজ নৈতিক কোন বিষয় জানিত না এবং জানিবার প্রয়োজন ও বোধ করিত না, তাহার সম্বন্ধে লোকের কোন মতামত সাব্যস্ত না করার এই একটী প্রধান কারণ। হ্যালিডে সাহেবকে লোকে নানা কারণে চিনিত, গ্রাণ্ট সাহেব নীলের গালের নিমিত্ত পরিচিত হন, ও বিডন এদেশীয় গণের পুরাতন পরিচিত লোক। তিনি শিক্ষা বিভাগে অনেক দিন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনেকে জানিতেন। গ্রে সাহেবক সুতরাং লোকে না চিনায় তাহার ক্ষমতা লোকে তার পরিচয় পায় না। মাজিষ্ট্রেটকে জজ অপেক্ষা অনেক লোক চিনে, হাইকোর্টের জজ অপেক্ষা কমিশনার সাহেব অনেকের নিকট পরিচিত, এবং গ্রে সাহেব যে সমুদয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাহাতে তাঁহার নাম বাহির হইবার তত সুযোগ ছিল না, তিনি অধিক সময় অন্যের অধীনে কাজ করিয়া নিজের ক্ষমতা দিয়া তাহার কর্ত্তার পোষণ করিতেন, ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যখন স্বাবলম্বী হইয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই তাহার মনের ভাব ও ক্ষমতা বিকসিত হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নাই, তাহার ফলের সঙ্গে সংস্রব, সুতরাং গ্রে সাহেব সেখানে অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রকাশ করাতেও যে তিনি সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন না সে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তবে যাহারা তাহাকে চিনিতেন, তাহারা তাহার ক্ষমতাকে করিয়া বিশেষ ভরসা করেন।

বাঙ্গালার লেঃগবরণর পদের সৃষ্টি হওয়া অবধি এটী ভারি অসুখের হইয়া রহিয়াছে। মান্দ্রাজ কি বোম্বাইতে যেরূপ গবরণ ও গবর্ণর জিনারেলের কার্য্যের বন্দেজ আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই, বাঙ্গালায় লেফটেনেণ্ট গবরণর ও গবর্ণর জিনারেল উভয় আধিপত্য করিতে চাহেন, সুতরাং দুই জনে চিরকাল বিবাদ। গবর্ণর জিনারেল ভারত বর্ষের কর্ত্তা, লেফটেনেণ্ট বাঙ্গালার কর্ত্তা, এক জনের স্নেহ ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া, আর এক জনের স্নেহ কেবল বাঙ্গলায় আবদ্ধ থাকে। একজন ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হন, কাহার প্রতি ভাল বাসা কি অভাল বাসা থাকে না, আর এক জনের নিজ অধীনস্থ প্রজার প্রতি ভাল বাসা থাকার সম্ভাবনা, এক জনের বাটী ইংলণ্ড ও তিনি ইংলণ্ডের স্বার্থ চান, আর এক জন দীর্ঘকাল এখানে অবস্থিত করিয়া এই স্থানই তাহার গৃহ হইয়া যায়, সুতরাং দুই জনের অনৈক্য হইবার সম্ভাবনা পদে পদে বাঙ্গলার এই অনৈসর্গিক অবস্থার ফল আমরা পদে পদে পাই। রাজ নৈতিক বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে দেশের মঙ্গল হয়, কিন্তু অসুরে ও বানরে যুদ্ধ হইলে সে যুদ্ধ অনর্থক ও অনিষ্টকর। গ্রাণ্ট সাহেব যদি অসময় পদ পরিত্যাগ না করিতেন, গ্রে সাহেব যদি আর এক বৎসর এদেশে থাকিতেন, তবে বাঙ্গলার অনেক অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। লেফটেনেণ্ট গবর্ণরী পদের সৃষ্টি অবধি প্রধান গবর্ণরের সঙ্গে তাহার বিবাদ চলিতেছে। লড লরেন্স এঅগ্নিটী উদ্দীপ্ত করিয়া যান এবং লড মেও উহা দ্বারা বাঙ্গলা ছারখার করিতে উদ্যত হন এবং আমরা জানি না গ্রে বাহাদুর এখানে না থাকিলে দেশের দুর্গতি কি হইত।

লোকে যেমন গ্রে সাহেবকে অপরিচিত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহার প্রথম গুটী কয়েক কার্য্যে তিনি লোকের মনে কিছু শঙ্কার ও উদ্রেক করিয়া দেন। তাহার কুলি বীলটীতে তাহার রাজ্য শাসনকে কলঙ্কিত করিয়াছে। শ্যামনগর দুর্ব্বিপাক সম্বন্ধে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহাতে প্রজার তাহাকে করিয়া কতক আস্থা যায়। তিনি যখন কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলায় পরিভ্রমণ করিতে যান, তখনও তিনি লোকের মনে ভাল বাসার উদ্দীপন করিতে পারেন না। গ্রে সাহেব দীর্ঘকাল এদেশে অবস্থিতি করিয়া তাহার এ দেশীয় ও এ দেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছিল। তিনি সেই সংস্কারের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া রাজ কার্য্য আরম্ভ করেন, সুতরাং আমরা যত দিন তাহার সংস্কার গুলি কি এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি তাহা না বুঝিয়া ছিলাম, তত দিন তাহার কার্য্যের মর্ম্মাবগত হইতে পারিয়া ছিলাম না। স্থানীয় কর সম্বন্ধে গবর্ণর জিনারেল সঙ্গে সংগ্রামে তাহার প্রথম নাম বাহির হয়। লড লরেন্স জমিদার গণের বিপক্ষ ছিলেন, লড মেও তাহার পথ অনুসরণ করেন, কিন্তু আঘাতের নিশ্চয় ফল প্রতিঘাত, সেই নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই হউক অথবা গ্রে সাহেব প্রকৃত বুঝিয়াছিলেন যে, জমিদার গণ অন্যায় রাজ বিচার কর্ত্তৃক নিষ্পীড়িত হইতেছেন সেই নিমিত্ত হউক, তিনি বরাবর জমিদার গণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সম্বন্ধে তিনি যাহা বিশ্বাস করেন" তাহা যাহার একটু ধর্ম্ম জ্ঞান আছে; বুদ্ধি আছে এবং সত্যনিষ্ঠতা আছে এরূপ ব্যক্তি মাত্রে তাহাই বিশ্বাস করিবেন। গ্রে সাহেব জমিদার গণের স্বার্থ সমর্থন যে তিনি নিচাশয়ের নিমিত্ত করিয়াছেন তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনা" তবে তিনি জমিদার গণের স্বপক্ষ না হইয়া যদি অন্য শ্রেণীর স্বপক্ষতা করিতেন; তবে সম্ভবতঃ তিনি সকল শ্রেণীর প্রিয় হইতে পারিতেন" কি না সন্দেহ। লোকে যতই বিদ্বেষ করুন আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে জমিদার গণের সঙ্গে আর আমাদের চিত্তের সঙ্গে অনেক সংস্রব আছে" সুতরাং যিনি জমিদার গণের সপক্ষতা করেন তিনি সকল বিষয়েতেই না হউক কোন কোন বিষয়ে আমাদের বিশেষ উপকার করেন। তাহার শাসনের সর্ব্ব অপেক্ষা প্রধান কাজ উচ্চতর শিক্ষার স্বপক্ষতা করা তিনি দেশ অবিচার দ্বারা দগ্ধ করিয়া যদি শুদ্ধ এই কীর্ত্তিটি রাখিয়া যাইতেন তথাচ আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল তাহার নাম স্মরণ করিতাম" কিন্তু আমরা উচ্চৈস্বরে বলিতেছি তাহার কার্য্যে ক্ষোভিত করে এরূপ উদাহরণ তাহার শাসনে যদিও সম্পূর্ণ রূপে বিরল নহে, কিন্তু যাহা আছে তাহা তাহার গুণে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার শিক্ষা বিষয়ক কীর্ত্তির স্তম্ভ অবিনশ্বর রূপে ভারত বর্ষে বিরাজ করিবে এবং দেশে যত বিদ্যা জ্যোতি বিকসিত হইবে, তত তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভ উজ্জ্বলিত করিবে, দেশে বিদ্যা চর্চ্চা যত বিস্তৃত হইবে, তত তাহার ধন্যবাদের কোলাহল বাড়িবে। লড লরেন্স দেশীয় সম্বাদ পত্রের গৌরব বৃদ্ধির সোপান সংস্থাপন করেন, গ্রে বাহাদুর তাহা সযত্নে প্রতিপালন করত তাহার পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন। এই চারি বৎসর মধ্যে দেশে, নগর, উপনগর, গ্রাম, পল্লি প্রভৃতি হইতে অনেক গুলি সম্বাদ পত্র বাহির হইয়াছে এবং বাঙ্গালায় ইংরাজিতে শুদ্ধ দৈনিক না, পৃথিবীর মধ্যে যাহা নাই এরূপ সুলভ মুল্যে দৈনিক সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রাজ শাসন সম্বন্ধে দেশে বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহার সমুদয় গুলি প্রায় উত্তম হইয়াছে। এক্জিকিউটিভ হইতে জুডিশিয়াল পৃথক করিয়া তিনি অশেষ মঙ্গল করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট দিগের হাত হইতে পোলিস গিয়াও বিস্তর উপকার হইয়াছে। দশ আইনের মকর্দ্দমা মুনসিপের হাতে গিয়া ভাল কি মন্দ হইয়াছে সে বিষয় এক্ষণও পরীক্ষাধীন। আমরা তাহার সৎকীর্ত্তির আরও বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু বোধ হয় প্রধান প্রধান গুলি লিখিতে আমরা বিস্মৃত হই নাই।

এদেশে এপর্য্যন্ত চারি জন লেফটেনেণ্ট গবরণর হইলেন। হ্যালিডে সাহেব এদেশীয় গণের অপ্রিয় ছিলেন, গ্রাণ্ট সাহেব রাজ পুরুষ গণের নিকট ভারি বিরক্তির ভাজন হন। বিডন সাহেবের অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতাতে তিনি প্রায় সকল শ্রেণীর নিকট অপ্রিয় হন, কিন্তু গ্রে সাহেবের শত্রু আছে কি না সে বিষয় আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। তিনি লৌহ দণ্ডের সঙ্গে শাসন করিয়াছেন, তিনি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে কোনমনুরোধে তিল মাত্র পদ বিক্ষেপ করেন নাই, তিনি তত সামাজিক নন, প্রত্যুত অনেকের মনে বিশ্বাস তিনি অহংকারী, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কেবল তিনি নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ট বিধায় তাহার শত্রুরাও তাহার গুণে বশীভূত হইয়াছেন।

—রঙ্গপুর দিগপ্রকাশ বলেন, সংপ্রতি কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্ত্তি কোন গ্রামের একজন ব্যবসায়ী ৬০০ টাকা লইয়া দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য রাজ মহলে আইসে ॥ রাজ মহল হইতে অনতি দূরস্থিত গদাগঞ্জ নামক স্থানে কোন একটী লোকে বিশ্বাসী বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট ঐ টাকা গচ্ছিত রাখে । কয়েক দিন গত হইলে তাহার "বিশ্বাসী, লোকটি কোন একটি দূরস্থানে যাইবার উপলক্ষে, যে সিন্দুকে টাকা রাখিয়াছিল, তাহার চাবিটি ঐ লোকের নিকট রাখিয়া যায় ॥ ইহার দুই দিন পরে সিন্দুকে সমুদয় টাকা আছে কি না, জানিবার জন্য সে সিন্দুকটি সন্দিহান চিত্তে খুলিল, খুলিয়া কি দেখিল ?—দেখিল যে উহা কেবল মাত্র বায়ু পরিপুর্ণ ॥ "বিশ্বাসী,, লোকটি বাটি আসিলে তাহাকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞসা করায় সে যে উত্তর দিল তাহাতে ঐ ব্যক্তি একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল ॥ ব্যবসায়ী লোকটি ভাবিয়াছিল যে সে নিশ্চয়ই বলিবে যে, টাকা অন্য সিন্দুকে আছে ॥ কিন্তু যখন সে উত্তর করিল, ". আমার ও উহার মধ্যে ১৪০০ টাকা ছিল, তুমি সমুদয় টাকা লইয়া আমাকে ফাকি দিবার মনস্থ করিয়াছ, আমি তোমার উপর নালিশ করিব, আর যদি গোল মাল মিটাইতে চাও, তবে তুমি তোমার সমুদয় টাকা আমার নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়াছ, এরূপ একখানি কারখৎ লিখিয়া দাও, সে ইহাতে অগত্যা সম্মত হইয়া লিখিয়া দিল, এবং শূন্যহস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটি প্রত্যাগমন করিল। কি ভয়ানক জুয়া চুরি ॥

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, বিক্রমপুর টঙ্গীবাড়ী গ্রামে কোন শাখারীর একটী আশ্চার্য্য পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, ইহার মস্তকে কবরীর ন্যায় বৃহৎ মাংস পিণ্ড, তন্মধ্যে একটি ছিদ্র ছিল তদ্দ্বারা রক্ত নির্গত হইত, এই সন্তান এক প্রহর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল ॥

—বঙ্গ বন্ধু বলেন, লালবাগ সব ডিবিসনের অন্তর্গত কোন পল্লিতে এক জন মুসলমান বৈমাত্র ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া কুপে নিক্ষেপ করে শুনিলাম, হত্যাকারী বেশ্যাসক্ত ছিল, উহার বৈমাত্র ভ্রাতা অল্প বয়স্ক, তাহার অঙ্গে কয়েক খানা অলঙ্কার ছিল, ঐ অলঙ্কার লোভে তাহাকে হত্যা করে ॥ পুলিস কর্ত্তৃক হত্যাকারী ধৃত হইয়া এক্ষণে হাজতে আছে ॥

—আমাদের এক জন সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন "যখন গোড়ই সেতু প্রস্তুত হয় তখন এদেশে এক রাষ্ট্র হয় যে এখানে নর বলি হইবে ॥ এদেশে কোন অলৌকিক ব্যপার হইলে লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে দেবতাকে নর রক্ত দ্বারা পরিতৃপ্ত না করিলে উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না ॥ গোড়ই সেতুর ন্যায় অচিন্তনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সুতরাং এই রূপ ভয়াবহ জনরব উঠিবে তাহার বিচিত্র কি ? লোকের মনে এই বিশ্বাসটী এরূপ দৃঢ় ভূত হয় যে রাত্রে একাকি দোকা কেহ ও পথ দিয়া যাইত না, শৌকাগু বহর বদ্ধী না হইয়া রাত্র যোগে যাইত না তাহার পরে বিধাতা নিবন্ধন যে দিন গোড়ই সেতু খুলিল তাহার পূর্ব্ব দিন হিল সাহেবের শোচনীয় মৃত্যু হয় এবং লোকে এক্ষণ বলিতেছে যে হিল সাহেবকে দেব তুষ্টির নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানি নরবলি দিয়াছে ॥

—মরেল গঞ্জে যখন বন্দর হইবার প্রস্তাব হয় তখন আমরা শঙ্কা করি যে এদেশে চালির যে একটু সুলভ ছিল তাহা বোধ হয় চলিল ॥ সম্প্রতি ক্রমাগত ষ্টিমার আসিয়া সেখান হইতে চালির রফতানি হইতেছে এবং চালির মূল্য সহসা সাত শিকা হইতে ২ টাকা ০ হইয়া উঠীয়াছে ॥ এদেশে ৭২ সের ধান, আজ কয় দিন হইল বিক্রয় হইতে ছিল কিন্তু আমারা শুনিতেছি এক্ষণ ৬০ সের ধান টাকায় হইয়া উঠীয়াছে ॥

—শুনা যাইতেছে, রুসিয়ার সম্রাট এক হাজার আমেরিকান মিত্রালিউস কামান ক্রয় করিয়া লইতেছেন ॥

—বিক্রম পুরের কুলীন কন্যা সংক্রান্ত মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে ॥ হাইকোর্ট ঢাকার মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রদ করিয়াছেন ॥ বিচারপতি দিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে যে বালিকাটির যে বয়স হইয়াছে তাহাতে তাহাকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ॥

—কিছু দিন হইল, কয়েকটি অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক উন্মত্তাবস্থায় রেবারেণ্ড ডল সাহেবের উপর আক্রমণ করে ॥ পাদরী সাহেব কলেজ স্কোয়ারের নিকট বক্তৃতা করিতে ছিলেন, এমন সময় ইহারা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয় ॥ বাবু শ্যামা চরণ দে ইহাকে আশ্রয় দিয়া এই সকল অসভ্য যুবকদিগের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করেন ॥ পাঠক গণের বোধ হয় স্মরণ আছে গণেশ সুন্দরীকে ইনিই খৃষ্টান করেন ।

—আগরা হোমিওপেথিক ডিস্পেন্সরীর বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে ॥ এক বৎসর মাত্র ইহা স্থাপিত হইয়াছে ও ইহার মধ্যেই প্রায় চর্ব্বিশ শত রোগী ইহাতে চিকিৎসিত হইয়াছে ।

—দিল্লি গেজেট বলেন, প্রুসিয়া কাস্তরতার চিহ্ন দেখাইতেছে । লাণ্ডুয়ার নামক স্থানের লোক দিগের ৩২ বৎসর অতিক্রম করিলে যুদ্ধে যাবার কথা নাই, কিন্তু ইহাদের ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি দিগকে যুদ্ধে নিযুক্ত করা হইয়াছে ॥ দেশের মধ্যে যে রিজার্ভ সৈন্য ছিল তাহাও নিঃশেষ করিয়া আনা হইয়াছে ॥ জারমান সম্বাদ পত্র সকলের ভাবে স্পষ্ট বুঝা যায় যুদ্ধের নিমিত্ত লোকের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে এবং আসলের ও লারেন লওয়ার যে কথা হইতেছে তাহাতেও ইহার শতাংশের এক অংশও পুরণ করিবে না ॥

—জেনারল আসেম্বিলি ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সপাল রেবারেণ্ড ওগলবি সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে ॥ ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ছিলেন ॥ ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত ও ইহার অপেক্ষাকৃত উদার ছিল ॥

—আমীর খার মকর্দ্দমা পুনরায় পাটনায় আরম্ভ হইয়াছে ॥ আনষ্টি সাহেব আমীর খার পক্ষ সমর্থন করিবেন ॥

—প্রয়াগ দূত বলেন "গত ২ রা জানুয়ারি তারিখে মুলতানস্থ প্রধান জেল খানার সম্মুখে ৭ টী ফাঁশি হইয়া গিয়াছে ॥ ইহার মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক আর পাঁচটী পুরুষ ॥ স্ত্রীলোক দুইটীর মধ্যে একটী স্বামী হত্যা অপরাধে আর একটী উপপতির জন্য আপন অল্প বয়স্ক কন্যাকে বধ করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, কি ভয়ানক ব্যাপার ॥ সামান্য পশু বৃত্তি চরিতার্থের জন্য মানুষে আপন সন্তানকে বধ করে ॥ পাঁচ জন পুরুষের মধ্যে ৩ জনে একটী লোককে মারিয়া ফেলে, এই জন্য তাহারা দণ্ডিত হইল, আর দুই জন উক্ত দুইটি স্ত্রীলোকের সঙ্গী ॥ এক একটি হত্যায় ২ ॥ ৩ টি লোক লিপ্ত থাকিলে ২ । ৩ টি লোকই প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়, এ আইন সভ্য-দেশোচিত নহে ॥"

—দিল্লিগেজেট হইতে আমরা নিম্নের সম্বাদটী গ্রহণ করিলাম ॥ খৃষ্টমাসের দিনে পুনা হইতে দুই জন ইওরোপীয় এক ইক্ষুর ক্ষেত্র প্রবেশ করিয়া দুগাছা ইক্ষু তুলে ॥ ক্ষেত্র স্বামী অমৃতী ও যেমু নামক দুই জন কৃষক তাহাদের নিকট হইতে আঁক কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত উদ্যত হয় এবং মরে নামক এক জন ইওরোপীয় অমৃতীর প্রতি গুলি করে এবং তাহাতে সে তখনই পড়িয়া যায় ॥ অমৃতীর মৃত্যুর হওয়ার পূর্ব্বে এই রূপ এজাহার করে এবং ছয় জন সাক্ষী দ্বারাও এই রূপ প্রমাণ হইয়াছে ॥ ডাক্তারেরা পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, দুই তিন হাত দূর হইতে ইহার প্রতি বন্দুক মারা হইয়াছে, কারণ উহার গায়ের ও ক্ষতের চতুষ্পার্শের চর্ম্ম বিস্তর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ॥

— মহারাণীর যে কন্যার বিবাহ প্রুসিয় যুবরাজের সঙ্গে হইয়াছে তিনি তাহার ভগ্নীর রাজ্ঞী কন্যা বিট্রিস কে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার জন্ম দিনে তিনি কি উপঢৌকন লইবেন এবং বিট্রিস তাহার উত্তর দেন যে " আমি অশ্বোপরি বিসমার্কের ছিন্ন মস্তক চাই ।,, একথাটী সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন কিন্তু বিসমার্ককে করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মনের ভাব এই রূপ ।

—এবার প্রিবি কাউন্সেলে যে সমুদয় মকর্দ্দমা দায়ের ছিল তাহার অল্প গুটী কয়েকটি মাত্র নিষ্পত্তি হইয়াছে ।

—ঢাকা প্রকাশ বলেন " নীল পয়মাল ব্যপ দেশে যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় কাহারো অবিদিত নাই । চির কাল যে সকল স্থান দিয়া সুপ্রশস্ত "গোহালট," অথবা মনুষ্য গতায়াতের পথ বিদ্যমান ছিল, নীলকরের অনেক স্থলে তাহাতেও নীলের বীজ বপন করিতে ত্রুটি করেন না । দুই এক স্থানে মাত্র দুই একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ রাখিয়া দেওয়া হয় । সেই সকল পথ দিয়া গরু চালাইলে সহজেই নীল ক্ষেত্রে মুখ দিতে পারে । বস্তুতঃ নীল ক্ষেত্রে গরু পতিত হউক, আর না হউক, তন্মধ্যবর্ত্তি পথ দিয়া গরু চলিলেই তাহা ধরিয়া খোয়াড়ে আবদ্ধ করা হয় । কখন২ নীল পয়মাল করিয়াছে বলিয়া মিছা মিছি ও গোষ্ঠ হইতে গরু ধরিয়া লওয়া হয় ॥ নীলের খালাসী প্রভৃতিকে সবিশেষ রূপে পূজা না দিলে সে গরু উদ্ধারের উপায় থাকে না । এক ব্যক্তি পূর্ব্বে নীল কুঠীতে কর্ম্ম করিত ॥ সে আমাদিগের নিকটে একদা কথায়২ ব্যক্ত করিল, যে দিন তাহার খোরাকির অভাব হইত, সেই দিনই সে লাঠি হাতে করিয়া মাঠে গমন পূর্ব্বক নীল পয়মাল করিয়াছে বলিয়া লোকের গরু ধরিয়া আনিত ॥ কিছু২ পয়সা পাইলেই আবার সেই সকল গরু ছাড়িয়া দিত । গরু ধরিয়া এরূপ ব্যবহার নীল সংক্রান্ত কর্ম্মচারী দিগের প্রায় সকলেই করিয়া থাকে ॥ কখন২ মানুষ ধরিয়াও এই রূপ করা হয় । ভ্রম বা প্রয়োজন বশতঃ যে সকল লোক নীল ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তি পথ দিয়া গতায়াত করে, পয়সা ব্যয় না করিয়া তাহাদিগের নিস্তার নাই । নীল ক্ষেত্রের নিকট বর্ত্তী নদীর ধারা দিয়া নাবিকেরা গুণ টানিয়া গেলেও তাহাদিগের ঐ অবস্থায় পতিত হইতে হয় আমাদিগের পূর্ব্বে সংস্কার ছিল, নীল পয়মাল ব্যপদেশে লোকের প্রতি অত্যাচার কেবল নিম্ন শ্রেণীস্থ নীল কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই হইয়া থাকে ॥ কিন্তু সংপ্রতি আমাদিগের সে সংস্কার অপনীত হইয়াছে ॥ সে দিন কোন নীল কুটির অধ্যক্ষ সাহেব অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নীল ক্ষেত্রের মধ্য বর্ত্তি দিয়া গমন করিতে ছিলেন, একটী স্ত্রীলোক সেই রাস্তা দিয়া স্থানান্তরে যাইতে ছিল, সে সাহেবকে অশ্বারোহণে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলে, দুই একটী নীলের চরা মাড়ান হইয়া থাকিবে । তদ্দর্শনে সাহেব অমনি ঐ স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠে এমন কয়েকঘা চাবুক লাগাইয়া দিলেন যে, সে আর্ত্তনাদ করিতে২ ভূপতিতা হইল ॥ যত ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সকলেই যার পর নাই দয়ার্দ্র হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ হায় ? আর কত দিনে পাষাণ হৃদয় নীলকর দিগের এবম্প্রকার অত্যাচার নিবারিত হইবে ॥,,

—প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর ব্রাসি সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নয় কোটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

—কলিকাতা হইতে আর এক খানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা সত্বর বাহির হইবে। ইহার নাম অব আরবার। প্রেফেসর টৌয়ানী ইহার সম্পাদকতা করিবেন। সিবিলিয়ান দিগের পক্ষ সমর্থন করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে।

—অন্যান্য দেশে গ্রন্থকার দিগের প্রায় অন্ন জোটে না। আমেরিকায় ইহার উলটা। ব্রাইয়ান্ট কাগজে লিখিয়া দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। লংফেলোর পদ্য সকল বিক্রীত হইয়া চারি লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পুস্তক লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া হলমস দুই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। স্যাকস ও লোয়েল ও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

—পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের আর এক কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুরসিদাবাদের রাজধানী য হাতে এত অর্থ ও সময় ব্যয় হইয়াছে, তাহার কয়েক স্থানে চিড় গিয়াছে। ইহা সংশোধনের নিমিত্ত কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথমেই রাজ কন্যার বিবাহ হইবে।

—ভুত পূর্ব্ব মহারাজ্ঞী ইউজিনের সমুদায় ধন সম্পত্তি তাহার অলঙ্কার। ইহার মূল্য প্রায় ৫০ কোটি ফ্রঙ্ক। আগষ্ট মাসের প্রথমেই তিনি তাঁহার সমুদায় অলংকার ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।

—জার্ম্মেনীতে ১০৬৬৭ জন ফ্রাসী অফিসর ও ৩০৩৮৪২ জন ইতর শ্রেণীর মনুষ্য মুক্ত শরীরে আছে।

—"মিষ্টিস অব কলিকাতা" অর্থাৎ কলিকাতার রহস্য নামক এক খানি পুস্তক সত্বর বাহির হইবে। ডেলী একজামিনার বলেন, হাইকোর্টের এক জন জজ ইহার প্রণেতা।

—

প্রেরিত।

গো হাটি মিউনিসিপালিটি।

মহাশয়।

বাঁচিয়া আছি বটে, কিন্তু বক্ষে প্রস্তর। ভয়ে জড় সড়, আশ্রয় লইবার স্থান নাই, এখন কি করি। ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা আপনাকে জানাইলে, দুঃখের হ্রাস কথঞ্চিত পরিমাণে হইলেই হইতে পারে। মহাশয় কি শুনিবেন। শুনুন আমাদিগের মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান সাহেব সাধারণের উপকার করিবেন ইহা ভাবিয়াই হউক, কি যাঁহাকে নূতন কাজ দেখাইলে, ভবিষ্যতে ডুমুর গাছে ফুল ফুটিবার সম্ভাবনা তাঁহাকে কিছু কাজ দেখাইবেন মনে করিয়াই হউক, ভারি ধূম ধামের সহিত ওকাজ সেকাজ এরূপ বহু বিধ কাজ করিয়া বেড়াইতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! প্রধান কাজ টাট্টি কাটা। ২০ ফুটের মধ্যে ৪ ফুট উচ্চ টাট্টি থাকিবে, এরূপ আদেশ নিজেই যাইয়া সকলকে জানাইতেছেন। না কাটাইলে প্রতি দিন একং টাকা জরিমানা। মহাশয়! সকলকেই পরিবার বাড়ী পাঠাইতে হইল। ঘর ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত করিতে হইলে যেমন উপযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় যদি সেরূপ কিছু পাইতাম তবে পরিবার বাড়ী পাঠাইতে বড় বিলম্ব হইত না।

কাইয়াদের প্রতি এরূপ আদেশ হইয়াছে যে, তাহাদের নিকটস্থ চৌগাড়া তাহারাই পরিষ্কার করিবে! বেচারারা কি করে ডরে ভয়ে নিজেরাই পরিষ্কার করিতেছে। ভাল তবে টাকা দিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিলে কি দিয়া ঠাকুর বাড়ী পরিষ্কার করা হইবে। মহাশয় টেক্স সেই দশ টাকা, কিন্তু উপকার পাই না দশ আনার! বরং চাপকরং এই হুকুমের দায় এড়াইতে না পারিয়া বৎসরে আরও দশ টাকা ব্যয় করিতে হয়। বাসার ধারে সাধারণ ময়লা ক্রমে জমা হইলে যদ বলা যায় গাড়ি আসে না, তবে অমনি ওবরসিয়ার মহাশয় বলিয়া উঠেন আসে, ও কখনং ইহাও বলেন তিন খানা গাড়ি এক স্থানে গেলে আর কোথাও যাইতে পারে না। সাহেব অমনি এক টাকা জরিমানা করিয়া ফেলিলেন:

মহাশয়! সাহেব বাহাদুরের কারবার দেখিয়া বড়ই ভয় হইতেছে। টাট্টি কাটিবার হুকুম শুনাইতে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতেও ভয় করেন না।

গোহাটী আসাম ২২ জানুয়ারি } একান্ত বশম্বদ

শ্রী—

জমিদার।

জমিদার গণের অনেক শক্র। আপনি শক্র কি মিত্র অদ্যাপি বুঝিতে পারি নাই তবে হিন্দু পেট্রিয়েট তাহাদের যে সখা আছেন তাহাতে যথেষ্ট আছে। যাহাই হউক আমাদের এবিষয়ে গুটি কয়েক প্রশ্ন আছে। এদেশে যে রাজ্য নৈতিক উন্নতি হইতেছে তাহার প্রবর্ত্তক কাহারা। ব্রিটিশ ইণ্ডীয়ান এসোসিয়েশন কাহাদের কর্ত্তৃক পোষিত এবং এটী দ্বারা যে দেশের অশেষ মঙ্গল হইতেছে তাহা বোধ হয় জমিদার বিদ্বেষীরা স্বীকার করিবেন। এবার উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয় তাহার প্রতিবিধানার্থে কাহারা দণ্ডায়মান হন? যখন নীল কুঠিয়াল গণের অত্যাচার দেশে প্রকাশিত হয় তখন কাহারা উৎসাহ যত্ন ও বদান্যতা দেখায়। নীল কুঠি উঠে গেলে জমিদার গণের বিস্তর অনিষ্ট কিন্তু তাহারা নিজের স্বার্থ না দেখে দেশের মঙ্গল সে সময় দেখিয়াছিলেন। এদেশের মধ্যে বহৎং ব্যাপারে জমিদারেরা কি রূপ অকাতরে দান করিয়া থাকেন। জমিদার মাত্রেই স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া দেশের কত মঙ্গল করিতেছেন। জমিদারেরা সর্ব্ব শোষক এবং প্রজা পীড়ক কিন্তু তাহাদের দ্বারা দেশের কত পরিবার প্রতিপালিত হয়, দান ধ্যান ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে তাহারা দেশের বাণিজ্য বিদ্যা প্রভৃতির কত উৎকর্ষ করেন। এদেশ হইতে সংস্কৃত চর্চ্চা এক রূপ লোপ পাইয়াছে কেবল জমিদার গণের অনুগ্রহে এক্ষণ ও যাহা দুইটী একটী টোল দেখা যায়। জমিদার গণের মধ্যে অনেক ভোগাবিলাসী আছেন কিন্তু এদেশের কৃত বিদ্য যাঁহারা, যাহাদের মুখের দিকে আমরা সকলে তাকাই তাহাদের মধ্যে কয়েক জন মদ পান করেন না কি অন্য বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোজম দেখাইয়া থাকেন? যাহারা চিরস্থায়ী বন্দবস্তের বিরোধী তাহারা কত নির্ব্বোধ তাহা আপনি বোধ হয় উত্তম করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, অতএব সে সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা বলিব না তবে আপনাদের মধ্যে যে জন কয়েক নির্বোধ কৃতঘ্ন সম্পাদক আছেন তাহাদের আমি অনুরোধ করি তাহারা যেন মনে করেন যে তাহাদের অন্নের কত অংশ জমিদারের ঘর হইতে আইসে? আপনাদের মধ্যে অনেকে এমনি নির্বোধ যে জমিদার গণের সচরাচর প্রজাদিগের মধ্যে মকর্দ্দমা মামলা নিষ্পত্তি করিয়া দেশে যে পরোপকার করেন তাহা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিয়াছেন। জমিদার গণের এই মঙ্গল দায়ক কার্য্য দ্বারা দেশের মকর্দ্দমার সংখ্যা বিস্তর হ্রাস করে এবং মকর্দ্দমা করার স্পৃহা পরিবর্দ্ধিত না করিয়া প্রত্যুত দমন করে এবং এরূপ শুভকর কার্য্যে উকিল দিগের কেবল মাত্র ক্ষতি এবং যাহারা ইহাদের মঙ্গল চান তাহারাই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। অর্থ যদি বল হয় তবে উহা বিস্তীর্ণ না হইয়া এক স্থলে একত্রিত থাকিলে অধিক শক্তি ধারণ করে এমনাবস্থায় ভারতবর্ষ যত দিন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতি দ্বারা শাসিত হইবে তত দিন জমিদার গণ তাজারই অপকার করুণ আমাদের একটী বিসম আশ্রয়।

শ্রীরাম চাঁদ দত্ত।

রামপুর

ধুবড়ী. পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, ধুবড়ীর নিকটাবর্ত্তী কৈমারী গ্রামে সংপ্রতি একটী ডাকাইতি হয় অত্র সব ডিবিজনের পুলিষ ইনেস্পেকটর শ্রীযুত বাবু আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস তিন জন আসামিকে মাল সহ গ্রেপ্তার করিয়া মেজেষ্টারিতে দেন শ্রীযুত বাবু পুর্নানন্দ বড়ুয়া আসিষ্টান্ট কমিসনর বাহাদুর ঐ মকর্দ্দমা দাওরা শোপর্দ্দ করেন। গত ২০ জানুয়ারিতে শ্রীযুক্ত জুডিসিয়াল কমিসনর সাহেব বাহাদুরের বিচারে দুই জন আসামীর সাত সাত বৎসর ও এক জন আসামীর দুই বৎসর করিয়া মেয়াদ দিয়াছেন। ইনেস্পেকটর বাবু খুব সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন ভরসা করি যে তাঁহার বেতন শীঘ্র বৃদ্ধি হইবেক। মহাশয় ধুবড়ীস্থ বাসন্দা ভদ্র লোক দিগের এখানকার বঙ্গ বিদ্যালয়টীর বয়ঃবৃদ্ধ ও বৎসর হইতেই না হইতেই কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে যাহার মাসিক চারি আনা চাঁদা তাঁহার নিকটে বাকি ১৬ টাকা এই রূপ প্রায় সকলরই নিকট। যাহা হউক দুঃখের বিষয় এই যে সংপ্রতি এক দল যাত্রাওয়ালা আসিয়া ৪।৫ দিনের মধ্যে ভদ্র মহোদয় গণের বাটী হইতে প্রায় আড়াই শত টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছে কিন্তু চারি আনা কি আট আনা চাঁদা দিয়া স্কুলটীকে জীবিত করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। কয়েক জন যে চাকুরে ভদ্র লোক মহাশয়রা আছেন তাহারা কিছুং দিতেছেন কিন্তু যাত্রার নিমন্ত্রণে রোজং ইহারা টাকা দিয়া এখন পলাইং ডাক ছাড়িতেছেন। হেড় পণ্ডিত মহেশ বাবু চাঁদা আদায় করিতে না পারিয়া বসিয়া আছেন।

—

বিজ্ঞাপন।

যশহর জিলার অন্তর্গত বেন্দা. গ্রাম নিবাসি শ্রীযত বাবু মানিক চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকেতন হইতে কটক দেশীয় চাপা সুন্দরী নামক একটী দাসী গত ২৪ পৌষ রাত্র প্রায় দুই প্রহরের সময় রূপার এক গাছ কঙ্কন ওজনে বারো ভরি এবং তৎ সহ অন্যান্য জিনিষ লইয়া পলায়ন করিয়াছে যে সমস্ত জিনিস সাত নিয়াছে তাহার অনুমানিক মূল্য ৬০।৭০ টাকা হইবেক উক্ত দাসীর শারিরিক চিহ্ন রা শ্যাম বর্ন সকল শরীরে এবং উভয় হস্তে উলকী আছে অর্থাৎ কটক দেশী চিহ্ন লম্বাকৃতি কথা দোভাষী। ইহাকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

কলিকাতার অন্তর্গত কালিঘাট সত্য পীর তলা শ্রীযুত মানিক চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাসায়।

প্রেরক

শ্রীশ্যামাচরণ দাস গুপ্ত নিকট পোছে।

জেলা যশোরের ষ্টেসন কালি গঞ্জের অধিন ত্রিলোচনপুর গ্রামের ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে মাসিক বেতন ২০ টাকা কর্ম্ম প্রার্থিগণ স্বং প্রশংসা পত্র সহ দুই সপ্তাহের মধ্যে আবেদন করিবেন যাহারা প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের দরখাস্ত সমধিক

আদরনীয় হইবেক হিন্দু জাতি ভিন্ন অন্য কাহার ও প্রার্থিত হইবার আবশ্যক নাই।

সন ১২৭৭ সাল ১১ ই জানুয়ারি।

ত্রিলোচনপুর পোষ্টাফিস দাজেলা যশোহর } শ্রীপুলিন বিহারী মিত্র ত্রিলোচনপুর স্কূলের সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মনোরমা নামক এক খানি অভিনব বাঙ্গালা নাটক বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে॥ উক্ত নাটকে বঙ্গ দেশে সুরাপান দ্বারা যে মহানিষ্ট হইতেছে তাহা বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে॥ শ্রীযুক্ত বাবু মদন মোহন মিত্র ইহার প্রনেতা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন॥ ইহার মুল্য ১ এক টাকা স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৸০ আনা নির্দ্ধারিত হইল।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রালয় ঝামাপুকুর আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৫৫ নং } শ্রীহেম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাল্মীকি রামায়ণ প্রকাশক

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

BEING ACT XXV OF 1861

AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

With upwards of 350 Rulings and Circular of the High Court, Government Orders, explatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.

No. 77, Mooktaram Babu's Street.

Bunko Bihari Mitra,

No. 82, Sitaram Ghose's Street.

Manager Sanscrit Press Depositary

No. 24 Sukea's Street.

CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসার নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

ভুগোল বিদ্যাসার।

মৎ প্রণীত " ভুগোল বিদ্যাসার " নামক ভুগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবির স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদির প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্ব মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে॥

মুল্য ৷৴৹ আনা মাত্র।

ভবানীপুর অগু বাবুর বাজার সুলতান মিস্ত্রীর বারিক ৭ ই জানুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

নিম্ন লিখিত গ্রন্থ গুলির স্বত্ব বিক্রীত হইবে যাহারা ঐ গুলির সমুদায়, কি অন্যতম ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাকে কিম্বা অমৃত বাজার আফিসে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন

১—চরিতময়। (প্রথম ভাগ)

২—সুদর্শনা।

৩—বেণী সংহার।

১—ইহাতে উপস্থিত কবিরাজেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, নদীয়ার ধর্ম্ম সংস্কারক মহা প্রভু চৈতন্য, ক্রোর পতি রাম দুলাল দে, এবং জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই চারি মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত আছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক॥ ছাপিলে ১২ পেজি ফরমার প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা হইবে॥

২—এখানি বাঙ্গালা কাব্য; অধুনাতন কোন একটী প্রকৃত ঘটনাবলম্বনে লিখিত॥ ৩০০ শত পৃষ্ঠার অধিক॥

৩—এখানি, সংস্কৃত বেণী সংহারের অবিকল নাটকাকারে অনুবাদ; শত পৃষ্ঠার অধিক॥

রানাঘাট ৫ পৌষ ১২৭৭ } শ্রীকালীময় ঘটক।

ঔষধ

আমার নিকট অনধীতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মুল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গ্রহিণী রোগের ঔষধ ১ ফাইল ৪ টাকা

বাত রোগের তৈল ১ বোতল ৬ টাকা

অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি

সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি ১টাকা

প্রমেহের পীড়ার তৈল ১ বোতল ৫ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক॥ জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ২৫টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগন অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা

ষান্মাসিক	৩	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	৷০	৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা

ষান্মাসিক	৪৸০	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৴৹
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত॥